34869 - মসজদিে হারামে প্রবশেরে সময় যে ভুলগুলো ঘটে থাকে

প্রশ্ন

আমরা দখেি, কছিু কছিু ইহরামকারী মসজদিে হারামে প্রবশে করার সময় এমন কছিু দোয়া পড়ে থাকনে যে দোয়াগুলো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি হয়নি। তাছাড়া তারা নর্দিষ্টি একটি গটে দয়িে প্রবশে করা আবশ্যক মনে করনে। এ আমলটা কি সঠকি?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এগুলো এমন কছিু ভুল মসজদিে হারাম প্রবশে করার ক্ষত্রেে যে ভুলগুলো ঘটে থাকে। এ ভুলগুলোর বস্তিারতি ববিরণ নম্নিরূপ:

এক:

কছিু কছিু মানুষ ধারণা করে য,ে হজ্জ বা উমরা পালনচ্ছে ুব্যক্তকিে মসজদিে হারামরে নর্দিষ্টি একটি গটে দয়িে প্রবশে করতে হব।ে উদাহরণতঃ কউে কউে মনে কর— সে যদি উমরা পালনচ্ছে ুহয় তাকে অবশ্যই যে গটেকে 'বাবুল উমরা' (উমরা গটে) বলা হয় সে গটে দয়িে প্রবশে করতে হব,ে তাকে অবশ্যই এটা করতে হবে কংিবা এটি শরয়িতরে বধিান। অপর একদল আছনে যারা মনে করনে তাকে অবশ্যই 'বাবুস সালাম' (সালাম গটে) দয়িে প্রবশে করতে হব,ে অন্য গটে দয়িে প্রবশে করা গুনাহ কংিবা মাকরূহ। এ ধারণার কোন ভত্তিি নইে। বরং হজ্জ ও উমরা পালনচ্ছে ুব্যক্তি যে কোন গটে দয়িে প্রবশে করতে পারনে। যখন সে মসজদিে প্রবশে করবে তখন ডান পা এগয়িে দবিে এবং সকল মসজদিে প্রবশে করার সময় যে দোয়া পড়ার কথা বর্ণতি হয়ছেে সে দোয়াটি পড়ব।ে তথা সে ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে ওপর দরুদ পড়বে এবং বলব:ে

اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك

অনুবাদ: "হে আল্লাহ্ আমার গুনাহগুলো মাফ করে দনি এবং আমার জন্য আপনার রহমতরে দরজাগুলো খুলে দনি।"[সহহি মুসলমি (৭১৩)]

দুই:

কছিু কছিু মানুষ মসজদিে প্রবশে করার সময় এবং কাবাগৃহ দখোর সময় নর্দিষ্টি কছিু দোয়া পড়ে বদিাত করে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকেে বর্ণতি হয়নি এমন কছিু দোয়া দয়িে সইে ব্যক্তি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করে। এটি বদিাতী কর্ম। কনেনা যে কথা, কাজ কংিবা বশ্বিাস এর ওপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ ছলিনে না সটো দয়িে আল্লাহ্র ইবাদত করা বদিাত ও পথভ্রষ্টতা। এর থকেে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করছেনে।

তনি:

হাজী ছাড়া অন্য কছিু মানুষও ভুল করনে। কছিু কছিু ফকিাহবদি আলমেরে উক্তি "মসজদিে হারামরে সুন্নত হচ্ছ-ে তাওয়াফ" এর ভত্তিতিে তারা বশ্বিাস করনে য,ে মসজদিে হারামরে তাহয়িযা (সম্ভাষণ) হচ্ছ—ে তাওয়াফ আদায় করা। অর্থাৎ যে ব্যক্তইি মসজদিে হারামে প্রবশে করবে তার জন্য তাওয়াফ করা সুন্নত। অথচ প্রকৃতপক্ষে বষিয়টি এমন নয়। বরং এক্ষত্রেে মসজদিে হারামও অন্য সকল মসজদিরে ন্যায়; যে ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "যখন তোমাদরে কউে মসজদিে প্রবশে করে তখন স যনে দুই রাকাত নামায না-পড়ে না-বস"ে।[সহহি বুখারী (৪৪৪) ও সহহি মুসলমি (৭১৪)]

কন্তিু, আপনি যদি তাওয়াফ করার উদ্দশ্যে মসজদিে হারামে প্রবশে করনে সটো হজ্জ-উমরার তাওয়াফ হোক কংিবা হজ্জ-উমরা ছাড়া অন্য সাধারণ নফল তাওয়াফ হোক সক্ষেত্রেে আপনি দুই রাকাত নামায না পড়ে তাওয়াফ করাই যথষ্টে। এটাই হচ্ছে আমাদরে উক্তরি মর্ম: "মসজদিে হারামরে তাহয়িযা (সম্ভাষণ) হচ্ছ-ে তাওয়াফ"। অতএব, আপনি যদি তাওয়াফরে নয়িত ব্যতীত অন্য নয়িতে মসজদিে প্রবশে করনে যমেন- নামাযরে জন্য অপক্ষো, কংিবা কোন দারসে হাযরি হওয়া কংিবা অনুরূপ অন্য কোন নয়িতে সক্ষেত্রেে মসজদিে হারাম অন্য যে কোন মসজদিরে মত; আপনি বসার আগে দুই রাকাত নামায পড়বনে; এ ব্যাপারে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে নর্দিশে থাকার কারণে।"